যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 APR ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

জাহাঙ্গীরনগরে উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চ স্থাপন

পদত্যাগ না করার ঘোষণা উপাচার্যের

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগ দাবিতে উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চ স্থাপন করেছেন শিক্ষক সমাজের ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এদিকে শিক্ষকদের আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে পদত্যাগ না করার ঘোষণা দিয়েছেন উপাচার্য। জানা গেছে, বর্তমান উপাচার্যের গত তিন বছর সময়কালে সংঘটিত প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষকরা শিক্ষক সমাজের ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলেন। উপাচার্য শিক্ষক সমাজের ৮ উপাচার্য : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

উপাচার্য : জাহাঙ্গীরনগরে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দফা দাবি না মানায় তারা ১৫ মার্চ থেকে উপাচার্যের পতনের এক দফা দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন। কিন্তু ৩১ মার্চের মধ্যে উপাচার্য পদত্যাগ না করায় রোববার থেকে শিক্ষকরা নতুন করে পাঁচ দিনের কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চ' স্থাপন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন তারা।

উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, বর্তমান উপাচার্যের প্রতারণা দিন দিন বেড়েই চলছে। তিনি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যেমন টম-জেরি খেলা দেখিয়েছেন তেমনি তাদের সঙ্গে আলোচনার নামে নতুন করে প্রতারণার গল্প সাজিয়েছেন। তাই উপাচার্য পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএ মামুন, সাধারণ সম্পাদক ড. শরীফ উদ্দিন, অধ্যাপক এমএ মতিন, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক শামছুল আলম সেলিম প্রমুখ। আজ শিক্ষকরা 'প্রতিবাদ মঞ্চ'এ অবস্থান ও ডিসি অফিস অবরোধ করবেন। এ ছাড়া আগামী মঙ্গলবার দিনব্যাপী অনশন, বুধবার পদযাত্রা ও সমাবেশ এবং বৃহস্পতিবার অবরোধ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সমাবেশ করবেন তারা।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য বলেন, শিক্ষক সমাজের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক ক্যাম্পাসের ভাবমূর্তি এবং স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে। এ সময় তিনি দাবি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তার প্রতি সমর্থন রয়েছে। তাই শিক্ষক সমাজের দাবি অনুযায়ী তিনি পদত্যাগ করবেন না। এ সময় তিনি তার তিন বছর সময়কার নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরলেও ডিসিপন্থী ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো কথা বলেননি। এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে বেশিরভাগ সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তিনি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান।

উপাচার্যের বক্তব্যের বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএ মামুন বলেন, তার যদি এতই জনপ্রিয়তা থাকবে তাহলে তিনি ডিসি প্যানেল নির্বাচন দিচ্ছেন না কেন। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়োগ পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে ডিসি প্যানেল নির্বাচন দেয়ার কথা থাকলেও বর্তমান উপাচার্য তা না করে তিন বছর অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রেখে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি জানান।